19 JUL 2009
পৃষ্ঠা 6 কলাম 2

যায়যায়দিন

যায়যায়দিন
১৯ জুন ২০০৯ শুক্রবার

কাঙ্ক্ষিত পাসের হারে শাস্তি মওকুফ হচ্ছে সহস্রাধিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের

এম মামুন হোসেন

এবারের এসএসসি ও দাখিল পরীক্ষায় পাসের হার কাঙ্ক্ষিত হওয়ায় সহস্রাধিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শাস্তি মওকুফ হচ্ছে। প্রতিষ্ঠানগুলো কাঙ্ক্ষিত মান অর্জন করায় স্বয়ংক্রিয়ভাবেই তাদের শাস্তি প্রত্যাহার প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে।

বিগত কয়েক বছর এসএসসি ও দাখিল পরীক্ষায় এসব নির্দিষ্ট সংখ্যক শিক্ষার্থী পাস করতে ব্যর্থ হয়েছিল। ফলে সরকার এমন প্রতিষ্ঠানের আর্থিক অনুদান বন্ধসহ একাডেমিক স্বীকৃতি এবং অনুমোদন স্থগিত করেছিল। সরকারের নতুন সিদ্ধান্তের কারণে যেসব প্রতিষ্ঠান এমপিও পাচ্ছিল না তারা পাবে। যারা স্বীকৃতি দিয়ে যাচ্ছে তারা এখন এমপিওর জন্য আবেদন করতে পারবে।

সূত্র জানায়, মন্ত্রণালয়ে বর্তমানে শাস্তিপ্রাপ্ত প্রতিষ্ঠানের বোর্ডওয়ারি পরিসংখ্যান ও তালিকা তৈরি হচ্ছে। এবারের পাবলিক পরীক্ষায় এসব প্রতিষ্ঠান কাঙ্ক্ষিত মান অর্জন করায় স্বয়ংক্রিয়ভাবেই শাস্তি প্রত্যাহারের প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে বলে সংশ্লিষ্ট সূত্র জানায়। শিক্ষামন্ত্রী নূরুল ইসলাম নাহিদ বর্তমানে কমনওয়েলথ শিক্ষামন্ত্রীদের ১৭তম সম্মেলনে মালয়েশিয়ার কুয়ালালামপুরে আছেন। দেশে ফিরে ফাইলে সই করলেই সিদ্ধান্ত কার্যকর হবে বলে জানা গেছে।

সূত্র জানায়, সহস্রাধিক প্রতিষ্ঠানের শাস্তি প্রত্যাহার হলেও সাত শতাধিক প্রতিষ্ঠানের শাস্তি বহাল থাকছে। তবে সব স্কুল-মাদ্রাসা নয়, এর মধ্যে কলেজ এবং কারিগরি প্রতিষ্ঠানও রয়েছে। মন্ত্রণালয়ের এক কর্মকর্তা জানান, ওইসব প্রতিষ্ঠানের মধ্যে কিছু রয়েছে যারা এবারো ভালো পারফরম্যান্স দেখাতে পারেনি। এছাড়া কিছু রয়েছে যেগুলোর ব্যাপারে এবারের এইচএসসি ও আলিম পরীক্ষার ফল প্রকাশের পরে সিদ্ধান্ত নেয়া হবে।

সর্বশেষ ২০০৮ সালের এসএসসি, দাখিল এবং এইচএসসি ও আলিম পরীক্ষার ফলাফলের ভিত্তিতে সর্বমোট ১ হাজার ৪৮৮টি প্রতিষ্ঠানকে শাস্তি দিয়েছিল শিক্ষা মন্ত্রণালয়। এগুলোর মধ্যে স্কুল ৫৬৪টি, দাখিল-আলিম মাদ্রাসা ৭১৬টি, ভকেশনাল স্কুল ১০৩টি এবং কলেজ ১০৫টি রয়েছে। এবারো ৭২টি প্রতিষ্ঠানে শিক্ষার্থী পাস করতে ব্যর্থ হয়েছে। তবে সর্বনিম্ন (চারজন) পাস করানো প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা এখনো গণনা করা হয়নি বলে জানা গেছে।

আইন অনুযায়ী, একটি স্কুল, কলেজ বা মাদ্রাসাকে এক একটি পাবলিক পরীক্ষায় কমপক্ষে ১৫ জন পাস করাতে হবে। অর্থাৎ ১৪ জন পাস করলেও ওই প্রতিষ্ঠানের শিক্ষকদের বেতনের সরকারি অংশ বা এমপিও, একাডেমিক স্বীকৃতি এবং অনুমোদন বাতিল হবে। কিন্তু বিষয়টির সঙ্গে হাজার হাজার শিক্ষক-কর্মচারীর রুটি-রুজির বিষয় জড়িত থাকার কারণে সরকার শিথিলভাবে দেখে আসছে। ফলে বিগত কয়েক বছর ধরে সর্বনিম্ন পাঁচজন পাস করলেও প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেয়া হচ্ছে না। অর্থাৎ শূন্য পাস থেকে শুরু করে চারজন পাস করানো প্রতিষ্ঠানগুলো শাস্তি পাচ্ছে। এক সংশ্লিষ্ট দায়িত্বশীল কর্মকর্তা জানিয়েছেন, সরকারি আইন অনুযায়ী ৫০ জনের কম এসএসসি পরীক্ষায় অংশ নিয়েছে এবং সর্বনিম্ন ১৫ জনও পাস করতে ব্যর্থ হয়েছে- এমন প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেয়া যেতো। কিন্তু শাস্তি প্রদান সরকারের উদ্দেশ্য নয়। এ কারণে কিছুটা উদারতা প্রদর্শন করা হয়ে থাকে। দেশে তিন ধরনের প্রতিষ্ঠান রয়েছে। এগুলো হচ্ছে এমপিওভুক্ত, স্বীকৃতিপ্রাপ্ত এবং অনুমোদনপ্রাপ্ত।